[illegible]

[[illegible] – Bengali – بنغالي]

[illegible]

[illegible]: [illegible]

2013 - 1434

IslamHouse.com

□ من أخلاق المؤمن الداعية □

« باللغة البنغالية »

محمد شهيد الإسلام

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

1434 - 2013

IslamHouse.com

একজন ঈমানদার দা‘ঈর গুণাবলী একজন মু’মিনকে দেখে অপর একজন বিধর্মী ঈমান গ্রহণ করে, যা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর যুগে এবং তৎপরবর্তী যুগে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই। তাই তাকে অবশ্যই কতিপয় গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে যা দ্বারা মানুষ তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। নিম্নে সে সকল গুণাবলীর উল্লেখযোগ্য কতিপয় গুণাবলী উল্লেখ করা হল:
১. ঈমানদার হওয়া: ঈমান একজন মানুষকে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ যাবতীয় বিষয়ের প্রতি দৃঢ় ও পূর্ণাঙ্গ আস্থাশীল করতে শেখায়। একজন ঈমানদার নিজেকে এবং তার ধ্যান ধারণা, আবেগ, অনুভূতি সবকিছুকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেন। ঈমান তাঁকে সব সময় কর্তব্য কাজে নিয়োজিত রাখে এবং ভাল কাজে উৎসাহ দেয়। এ ঈমানের বলে বলীয়ান হয়েই সাহাবায়ে কিরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে মাত্র ৩১৩ জনের ক্ষুদ্র একটি নিরস্ত্র দল অস্ত্রে-সস্ত্রে সজ্জিত কাফিরদের বদর প্রান্তরে পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মু’মিনকে যে আদর্শের অনুসারী সে আদর্শের উপর দৃঢ় ও অবিচল ঈমান রাখতে হবে।
2. নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচার: একজন দা'ঈ ন্যায়বিচার ও পক্ষপাতহীন আচরণ নিশ্চিত করবেন। এ ক্ষেত্রে তাকে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, আঞ্চলিকতা কিংবা জাতীয়তার

[illegible]:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨ ﴾ [النساء: ٥٨]

“[illegible]”[1]

৩. [illegible]:

﴿ فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]

“[illegible]

1 . [illegible]

হয়েছিলেন ; কিন্তু যদি আপনি কর্কশ স্বভাব ও কঠোর হৃদয় হতেন , তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং আপনি তাদের মাফ করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। ...[2]

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় জানা যায়, "নিকৃষ্ট দায়িত্বশীল ঐ ব্যক্তি যে তার অধীনস্ত লোকদের প্রতি কঠোর। তোমরা সতর্ক থাকবে যাতে তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না পড়।"[3]

ভদ্রতা , নম্রতা ও শালীনতা মানব জীবনের এক মহৎ গুণ। বিনয় -নম্রতা মানব চরিত্রের ভূষণ। এসব গুণের কারণে মানুষ সমাজে নন্দিত ও প্রশংসিত হয়। আর এসব গুণের অভাবে মানুষ নিগৃহীত , লাঞ্ছিত , অপমানিত ও নিন্দিত হয়। মহান আল্লাহ নিজে নম্র ,তিনি নম্রতাকে পছন্দ করেন, ভালবাসেন। তাই প্রত্যেক দা'ঈ, মু'মিন ও মুসলিমের উচিত সকল ক্ষেত্রে নম্রতাকে অবলম্বন করা। আল্লাহ বলেন :

﴿ خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩ ﴾ [الاعراف: ١٩٩]

"ক্ষমাশীলতা অবলম্বন কর , সৎকাজের আদেশ দাও, মূর্খ লোকদের এড়িয়ে চল।"[4] এ আয়াতে আদর্শবান হওয়ার জন্য আল্লাহ ৩টি গুণ অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। (১) ক্ষমাশীল হওয়া। ক্ষমার মাধ্যমে মানুষ মহৎ হতে পারে। (২) সৎকাজের আদেশ দেওয়া। শয়তান

---

[2] . সূরা আলে 'ইমরান, ৩ : ১৫৯।

[3] . মুসলিম , হাদীস নং -৮২।

[4] . সূরা আল-আ'রাফ ১৯৯।

[illegible]

[illegible]:

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ [المائدة: ٢]

‘[illegible][5] [illegible]:

﴿وَٱلۡعَصۡرِ ١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ٣﴾ [العصر: ١، ٣]

‘[illegible]! [illegible], [illegible], [illegible]

---

5 . [illegible]-[illegible]: [illegible]

উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছে।

6

আদী ইবনু হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাক এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও। আর যদি তা না পাও তবে উত্তম কথার মাধ্যমে।

7

উক্ত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু’মিনদেরকে জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য দু’টি জিনিসের মাধ্যমে চেষ্টা করতে বলেছেন। (১) দান করার মাধ্যমে, যদিও সে দান অতি সামান্য জিনিসও হয়। অন্য বর্ণনায় খেজুরের ছাল পরিমাণ জিনিস হলেও। (২) উত্তম কথার মাধ্যমে। অর্থাৎ দান করার মত কোন জিনিস না পেলে সে যেন উত্তম বাক্য বিনিময় করে। মাসরূক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু আমরের নিকটে গেলাম, যখন তিনি মু‘আবিয়ার সাথে কুফায় গমন করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা উল্লেখ করে বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশালীন ছিলেন না। ইচ্ছা করেও অশালীন কথা বলতেন না। তিনি আরও বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘তোমাদের মধ্যে ঐ

6

. সূরা আসর: ১-৩
7

. বুখারী, হাদীস নং ১৪১৩

[illegible][8] [illegible]

[illegible]

﴿فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩﴾ [آل عمران: ١٥٩]

‘[illegible]”[9]

[illegible]:

([illegible]) [illegible] ([illegible]) [illegible] ([illegible]) [illegible]

---

[8] . [illegible], [illegible] [illegible]-[illegible],

[9] . [illegible]: [illegible]

দৃষ্টিতে দেখা (৪) তাদের জন্য আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চাওয়া (৫) যে কোনো কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করা (৬) সকল কাজে আল্লাহর উপর ভরসা করা। এসব হচ্ছে আদর্শ মানুষের গুণাবলী।
জারীর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যাকে কোমলতা বা নম্রতা হতে বঞ্চিত করা হয় তাকে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হয়।

10

উপরোক্ত হাদীস হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মুসলিম নারী-পুরুষ সকলকেই কোমলতা ও নম্রতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা কোমলতা হচ্ছে মানব চরিত্রের এক অনুপম বৈশিষ্ট্য। যার অভাবে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের অনেক কিছু হতে বঞ্চিত হয়। আবার ঐ গুণের কারণে মানুষ ইহকালে ও পরকালে প্রভূত কল্যাণের অধিকারী হয়। এই গুণের দ্বারাই মানুষ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে। আর এ গুণের অভাবে মানুষের পার্থিব জীবনে নেমে আসে অশান্তির ঘনঘটা। তাই নারীপুরুষ সবাইকে এ গুণ অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে।
৪. আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য: একজন মু’মিনকে অবশ্যই আল্লাহ্ তা‘আলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে হবে এবং তিনি প্রতিটি পদক্ষেপেই ইসলামের নির্দেশিত

10

. আবু দাউদ, হাদীস নং-৪১৭৫; ইবনু মাজাহ, হাদীস নং-৩৬৭৭

[illegible] [illegible]:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩ [النساء: ٥٩]

“[illegible]! [illegible], [illegible]’’[11]

[illegible]. **[illegible]:** [illegible], “[illegible]: [illegible]! [illegible]: [illegible], [illegible], [illegible]’’[12]

[illegible]. **[illegible]:** [illegible], [illegible]-[illegible]

---

[11] . [illegible]-[illegible], [illegible] : [illegible]

[12] . [illegible], [illegible]-[illegible]

[illegible]

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٢ ﴾
[الصف: ٢]

“[illegible]’’[13]

[illegible]. [illegible]: [illegible]

﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ
١٥٩﴾ [ال عمران: ١٥٩]

“...[illegible]’’[14]

[illegible]. [illegible]: [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

---

13 . [illegible]-[illegible], [illegible] : [illegible]

14 . [illegible] ‘[illegible] : [illegible]

[illegible]. [illegible]: [illegible] [illegible]'[illegible] [illegible]‘[illegible]:

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥ [النحل: ١٢٥]

“[illegible]’’[15]

[illegible]. [illegible]: [illegible] [illegible]‘[illegible] [illegible], “[illegible] ‘[illegible]. [illegible], [illegible] ‘[illegible] [illegible], [illegible], [illegible]’’[16]

---

15 . [illegible] [illegible]-[illegible], [illegible] : [illegible]

16 . [illegible] ‘[illegible], [illegible], [illegible]-[illegible], ([illegible] : [illegible], [illegible].[illegible].), [illegible] [illegible]., [illegible]. [illegible], [illegible]-[illegible] [illegible]

১১. হিজরত তথা নাফরমানী পরিত্যাগ করা: আমরা হিজরত বলতে দেশত্যাগ বুঝি। তা যেমন সত্য তেমনি আল্লাহ্ তা‘আলার নাফরমানী থেকে পালিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের দিকে অগ্রসর হওয়াও হিজরত। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘আমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:...রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল সর্বোত্তম হিজরত কি? জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি সে সব কাজ পরিহার করবে যা আল্লাহ্ তা‘আলা অপছন্দ করেন।

17

মূলত ভিতরের বিদ্রোহী তথা নিজের কূপ্রবৃত্তি যদি অনুগত না হয়, তাহলে মানুষের দেশত্যাগ করা আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট নিতান্তই মূল্যহীন। অতএব ঈমানদারকে এ মহৎ গুণটি অবশ্যই অর্জন করতে হবে।
১২. ইসলামের জন্য উৎসর্গ হওয়ার মনোভাব: মু’মিন হিসেবে সকলকে অবশ্যই ইসলামের জন্য উৎসর্গ হওয়ার মনোভাব তৈরী করতে হবে। এ প্রসঙ্গে একাধিক হাদীসের ভাষ্যে গোপন প্রকাশ্য সকল অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চলার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। কারও প্রতি সদয় থাকি অথবা ক্রুদ্ধ, সকল অবস্থায় ইনসাফ যেন কায়েম করি। দারিদ্র্য অথবা আর্থিক সাচ্ছল্য উভয় অবস্থায় যেন সততা ও ভারসাম্য রক্ষা করে

17

. আত-তাবারানী, আল-মু‘জামুল আওসাত, ৭ম খ., পৃ.
২৭, হাদীস নং-৬৭৫০।

[illegible]

[illegible]:

[illegible]:

﴿ يُؤۡتِي ٱلۡحِكۡمَةَ مَن يَشَآءُۚ وَمَن يُؤۡتَ ٱلۡحِكۡمَةَ فَقَدۡ أُوتِيَ خَيۡرٗا كَثِيرٗاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٢٦٩ ﴾ [البقرة: ٢٦٩]

“[illegible]’’[18]

[illegible]: [illegible] “[illegible]

---

[18] [illegible]

মু 'মিনের চেয়ে শক্তিশালী মু 'মিন আল্লাহর নিকট উৎকৃষ্ট ও অধিক প্রিয়।''[19]

১৫. আমানত প্রবণতা : আমানত প্রবণতা মু 'মিনের জীবনে একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং অপরিহার্য গুণ। এটাই একজন মু 'মিনের বড় পরিচয়। আর যারা খিয়ানতকারী তাদের কথায় মানুষ আস্থা পোষণ করে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা 'আলা বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ ٨ ﴾ [المؤمنون: ٨]

"আর যারা নিজেদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে।''[20]

আমানত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা রক্ষা করা প্রত্যেক মু 'মিনের প্রতি আবশ্যক করা হয়েছে। আমানতের খিয়ানতকারীকে ঈমানহীন বলা হয়েছে। সেজন্য প্রত্যেককে আমানত রক্ষা করে চলতে হবে। খিয়ানতকারীর জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন : 'হে ঈমানদারগণ ! তোমরা জেনেশুনে আল্লাহ্ এবং তাঁ র রাসূলের সাথে খিয়ানত কর না এবং নিজেদের আমানতের খিয়ানত কর না '।[21] খিয়ানত দুই প্রকার। ১ . আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে। অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের বিধান অমান্য করার মাধ্যমে খিয়ানত। ২ . মানুষের গচ্ছিত সম্পদ ভক্ষণ করা কিংবা

---

19 . মুসলিম , আস-সহীহ , ১৩ তম খ., পৃ . ১৪২, হাদীস নং - ৪৮১৬।

20 . সূরা আল-মু 'মিনুন : ৮; অনুরূপ সূরা আল - মা 'আরিজ: ৩২।

21 . সূরা আল-আনফাল: ২৭

রক্ষিত জিনিস বিনষ্ট করার মাধ্যমে খিয়ানত করা। এ উভয় প্রকার খিয়ানত হতে বেঁচে থাকা আবশ্যক। অপর একটি আয়াতে আল্লাহ আরো বলেন: আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন মালিকের নিকটে আমানত পৌঁছে দেওয়ার জন্য’।

22

আবু উমামা ইয়াস ইবনু ছা‘লাবা আল-হারেছী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘মিথ্যা শপথ করে যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের হক আত্মসাৎ করবে আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করে রেখেছেন এবং জান্নাত হারাম করেছেন। এক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসূল! যদি সামান্য বস্তুও হয়? তিনি বললেন: পিলু গাছের একটি ডালই হোক না কেন’?।

23

এ হাদীস বুঝা যায় যে, সামান্য জিনিসও আত্মসাৎ করে থাকে, তবুও জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম অবধারিত। সুতরাং আত্মসাৎ করা কোন আদর্শ পুরুষের কাজ নয়। প্রত্যেক নারী-পুরুষের জন্য আত্মসাৎ পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে গণীমতের মালে খেয়ানত করা যে জঘন্যতম অপরাধ এবং এর পরিণাম যে অত্যন্ত ভয়াবহ, এ সম্পর্কে আলোচনা করার

22

. সূরা আন-নিসা: ৫৮
23

. মুসলিম, হাদীস নং-১৩৭

পর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বললেন: ক্বিয়ামতের দিন আমি তোমাদের কাকেও যেন এই অবস্থায় দেখতে না পাই, সে স্বীয় কাঁধের উপর একটি চীৎকাররত উট বহন করে আসবে, আর সে আমাকে লক্ষ্য করে বলবে হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব, আজ আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। আমি তো তোমাকে আল্লাহর বিধান আগেই (দুনিয়াতে) জানিয়ে দিয়েছি। ক্বিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাকেও এ অবস্থায় দেখতে না পাই, সে কাঁধের উপর একটি চীৎকাররত ঘোড়া বহন করে আসবে। আর সে আমাকে লক্ষ্য করে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব, আজ আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। আমি তো তোমাকে আল্লাহর বিধান আগেই (দুনিয়াতে) জানিয়ে দিয়েছি। ক্বিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাকেও এ অবস্থায় দেখতে না পাই, সে কাঁধের উপর একটি চীৎকাররত বকরী বহন করে আসবে। আর সে আমাকে লক্ষ্য করে বলবে হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব, আজ আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। আমি তো তোমাকে আল্লাহর বিধান আগেই (দুনিয়াতে) জানিয়ে দিয়েছি। ক্বিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাকেও এ অবস্থায় দেখতে না পাই, সে কাঁধের উপর একটি চীৎকাররত মানুষকে বহন করে আসবে। আর সে আমাকে লক্ষ্য করে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব, আজ আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। আমি তো তোমাকে আল্লাহর বিধান আগেই

(দুনিয়াতে) জানিয়ে দিয়েছি। ক্বিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাকেও এ অবস্থায় দেখতে না পাই, সে কাঁধের উপর কাপড় ইত্যাদির এক খন্ড বহন করে আসছে। আর তা ভীষণভাবে তার ঘাড়ের উপর দুলছে। তখন সে আমাকে লক্ষ্য করে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আজ আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। আমি তো তোমাকে আল্লাহর বিধান আগেই (দুনিয়াতে) জানিয়ে দিয়েছি। ক্বিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকেও এমন অবস্থায় দেখতে না পাই, সে কাঁধের উপর একটি অচেতন সম্পদ (সোনা-চাঁদি ইত্যাদি) বহন করে আসছে। আর সে আমাকে লক্ষ্য করে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব, আজ আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। আমি তো তোমাকে আল্লাহর বিধান আগেই (দুনিয়াতে) জানিয়ে দিয়েছি’।

24

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন: এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে একটি গোলাম হাদিয়া দিয়েছিল, যার নাম মিদআম। এক সময় মিদআম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহন প্রস্তুত করছিল। হঠাৎ অজ্ঞাত তীর নিক্ষেপকারীর তীর তার গায়ে লাগল। তীর তাকে নিহত করল। লোকেরা বলল: তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ। রাসূল

24

. বুখারী, হাদীস নং-৩০৩৭; মুসলিম, হাদীস নং-
১৮৩১।

[illegible][25]

[illegible]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوۡمَةَ لَآئِمٖۚ ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٥٤ [المائدة: ٥٤]

“[illegible]

25 [illegible]

তা দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞ।

"26

১৭. লজ্জা ও শালীনতাবোধ: লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। যার লজ্জা নেই, সে যা ইচ্ছা করতে পারে। আর লজ্জা মানুষ প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ে তোলে। লজ্জার গুরুত্ব সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল:
আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা- প্রশাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম হল ‘আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই’ একথা বলা এবং সর্বনিম্ন স্তর হল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো। আর লজ্জা হল ঈমানের একটি শাখা’।

27

ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘লজ্জা ও ঈমান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং এর একটি তুলে নেয়া হলে অপরটিও তুলে নেয়া হয়’। আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এক বর্ণনায় আছে ‘যখন উভয়ের কোন একটিকে ছিনিয়ে নেয়া হয়, তখন অপরটিও তার পশ্চাতে অনুগমন করে।

28

যায়েদ ইবনু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘প্রত্যেক

26

. সূরা আল-মায়িদাহ, ৫৪।
27

. বুখারী, হাদীস নং- ৯; মুসলিম, হাদীস নং-৩৫।
28

. আত-তারগীব, হাদীস নং-২৬৩৬

দ্বীনের একটি বিশেষ স্বভাব আছে। আর দ্বীন ইসলামের বিশেষ স্বভাব হল লজ্জাশীলতা’।[29]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘নির্লজ্জতা কোন জিনিসের মধ্যে থাকলে তাকে ত্রুটিপূর্ণ করে। আর লাজুকতা কোনো জিনিসের মধ্যে থাকলে তার শ্রী বৃদ্ধি করে।[30]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ‘হে আয়েশা! লজ্জা যদি কোন লোক হয় তাহলে সে হবে সৎ ব্যক্তি। আর অশ্লীলতা (লজ্জাহীনতা) কোন লোক হলে নিশ্চয়ই সে হবে নিকৃষ্ট লোক।[31]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘পূর্ববর্তী নবীগণের বাণী হ’তে পরবর্তী লোকেরা (অবিকৃতাবস্থায়) যা পেয়েছে (এবং যা অদ্যাবধি বিদ্যমান) তা হ’ল তুমি যখন বেহায়া হয়ে যাবে তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই কর।[32]

কুররাহ ইবনু ইয়াস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। তাঁর নিকটে

---

29. ছহীহ আত-তারগীব, হাদীস নং-২৬৩২

30. ছহীহ আত-তারগীব, হাদীস নং-২৬৩৫; তিরমিযী হাদীস নং- ১৯৭৪।

31. ছহীহ আত-তারগীব, হাদীস নং-২৬৩১

32. বুখারী, হাদীস নং-৩৪৮৩, ৩৪৮৪।

লজ্জাশীলতার কথা উল্লেখ করা হল। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন:হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! লজ্জাশীলতা হচ্ছে দ্বীনের অংশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:‘বরং সেটা (লাজুকতা) হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন।

33

আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘ঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘তোমরা আল্লাহকে যথাযথ লজ্জা কর। রাবী বলেন: আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা অবশ্যই আল্লাহর ব্যাপারে লজ্জা করি, আলহামদুলিল্লাহ। তিনি বলেন: এটা নয়। বরং আল্লাহকে যথাযথ লজ্জা করতে হবে। অর্থাৎ তুমি তোমার মাথাকে ও উহা যা স্মরণ রাখে তাকে হেফাযত করবে। পেট ও উহার অভ্যন্তরীণ বিষয়কে হেফাযত করবে। মৃত্যু ও পরীক্ষাকে স্মরণ করবে। আর যে আখিরাতের আশায় দুনিয়ার সৌন্দর্য ত্যাগ করে,সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্কে লজ্জা করে’।

34

উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঈমান ও লজ্জাশীলতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যার লজ্জা নেই তার ঈমান নেই। আর যার ঈমান নেই, তার স্থান জাহান্নামে। অপরপক্ষে লজ্জাহীন মানুষ পশুতুল্য। বর্তমানে নারী-পুরুষ লজ্জাহীন হয়ে

33

. আত-তারগীব, হাদীস নং-২৬৩০
34

. আত-তারগীব, হাদীস নং-২৬৩৮; তিরমিযী, ২৪৫৮।

فَٱصۡبِرۡ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلۡعَزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسۡتَعۡجِل لَّهُمۡۚ كَأَنَّهُمۡ يَوۡمَ يَرَوۡنَ مَا يُوعَدُونَ لَمۡ يَلۡبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةٗ مِّن نَّهَارِۭۚ بَلَٰغٞۚ فَهَلۡ يُهۡلَكُ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٣٥ [الاحقاف: ٣٥]

[illegible]’’[35]

[illegible]: [illegible] [illegible]’[illegible] [illegible] [illegible]’[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]‘[illegible]:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ٣٤
[فصلت: ٣٤]

“[illegible], [illegible]’’[36]

[illegible]: [illegible]’[illegible]-[illegible] [illegible]-[illegible] [illegible]’[illegible] [illegible] ‘[illegible]‘[illegible]. [illegible], [illegible]

---

35 . [illegible]-[illegible], [illegible] : [illegible]

36 . [illegible]-[illegible], [illegible] : [illegible]

বলেছেন: সত্য কথা বলা তোমাদের উপর কর্তব্য। কেননা সত্যবাদিতা মানুষের নেক কাজের পথ উন্মুক্ত করে। আর নেক কাজ মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করায়। কোন ব্যক্তি যখন সত্য কথা বলতে থাকে এবং সত্য কথা বলার চেষ্টা অব্যাহত রাখে তখন এভাবে একসময় আল্লাহর নিকট সে সত্যবাদী বলে লিখিত হয়ে যায়। আর তোমরা মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকবে, কেননা মিথ্যা পাপ কাজের পথ দেখায়। আর পাপ কাজ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর কোন ব্যক্তি যখন মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যা বলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে তখন এক সময় সে আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী হিসেবেই লিপিবদ্ধ হয়।’’[37]

২১. স্নেহশীলতা ও দয়া: দয়া-মমতা আল্লাহ্ তা‘আলার একটি মহৎ গুণ। যা গোটা সৃষ্টি জগতব্যাপী বিস্তৃত। তাই মানব সমাজেও পরস্পরে দয়া মমতা থাকা একান্ত অপরিহার্য। আর এটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি মহান গুণ ছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

﴿ لَقَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولٞ مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ ١٢٨ ﴾ [التوبة: ١٢٨]

“তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল। তার পক্ষে অতি দুঃসহ-দুর্বহ সে সব বিষয় যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে। তিনি তোমাদের অতিশয় হিতকামী,

---

[37] . তিরমিযী, হাদীস নং-১৮৯৪।

মু 'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল , খুবই দয়ালু। ''[38]

২২. দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি : মানুষ যা কিছু চিন্তা করে তা তার ইচ্ছা শক্তির মাধ্যমেই বাস্তবায়ন করে। এ ইচ্ছা শক্তিতে প্রবৃত্তির তাড়না অলসতা বা আরামপ্রিয়তা বা ভীতি ইত্যাদি প্রভাব বিস্তার করে। তাই অনেক সময় মানুষ দুর্বল চিত্ত হয়ে পড়ে। এ ইচ্ছা শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে প্রজ্ঞা ও শরী 'আতের বিধি -বিধান অনুসারে। আর একজন মুমিনের একটি মহ ৎ গুণ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা 'আলা বলেন:

﴿ فَإِن لَّمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهۡوَآءَهُمۡۚ وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيۡرِ هُدٗى مِّنَ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥٠ ﴾ [القصص: ٥٠]

"তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয় , তবে আপনি জানবেন যে , তারা শুধু স্বীয় প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে থাকে। আল্লাহর হিদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে , তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে ? আল্লাহ্ তো জালিম লোকদেরকে পথ দেখান না। ''[39]

২৩. অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করার অধিকারী : মু 'মিনকে সবকিছু সহজেই অনুধাবন করার ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা 'আলা বলেন:

﴿ وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ

---

[38] . সূরা আত-তাওবাহ , ১২৮।

[39] . সূরা আল-কাসাস , ৫০।

يَسْتَنبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَٰنَ إِلَّا قَلِيلًا ٨٣ [النساء: ٨٣]

“[illegible]”[40]

[illegible]:

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٨ [يوسف: ١٠٨]

“[illegible]”[41]

---

40 . [illegible]

41 . [illegible]

[illegible]

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ١٦٥ [البقرة: ١٦٥]

“[illegible]’’[42]

[illegible]

---

42 . [illegible]

﴿ ٱنفِرُواْ خِفَافٗا وَثِقَالٗا وَجَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٤١ ﴾
[التوبة: ٤١]

“□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□, □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□; □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□, □□□□ □□□□□□ □□□□□□□’’[43]

□□. □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□: □□□□□ □□‘□ □ □□’□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□: □□’□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□‘□□□ □□□□□:

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣٨ ﴾ [الشورا: ٣٨]

“□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□, □□□□□□ □□□□□□ □□□□, □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□’’[44]

□□. □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□: □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□’□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□-□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□-□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□‘□□□ □□□□□:

43 . □□□□□ □□□-□□□□□□□, □□□□
44 . □□□□□ □□□□□, □□□□

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ
بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم
بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا
فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٞ رَّحِيمٞ ١٢ ﴾
[الحجرات: ١٢]

"[illegible]! [illegible]? [illegible], [illegible]''[45]

[illegible], [illegible]: [illegible], [illegible]''[46]

[illegible]. [illegible]: [illegible]’[illegible]‘[illegible]:

45 . [illegible]-[illegible], [illegible]

46 . [illegible], [illegible]-[illegible]

﴿وَلِكُلّٖ وِجۡهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَاۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ أَيۡنَ مَا تَكُونُواْ يَأۡتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ١٤٨﴾ [البقرة: ١٤٨]

“[illegible]”[47]

[illegible]:

﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمۡۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ ٤٨﴾ [المائدة: ٤٨]

“[illegible]

47 . [illegible]

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١ ﴾ [المائدة: ١]

48

49

[illegible]’’[50]

[illegible]. [illegible]: ‘[illegible]’ [illegible], [illegible], [illegible]-[illegible] [illegible] :

﴿فَإِذَا دَخَلۡتُم بُيُوتٗا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ تَحِيَّةٗ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةٗ طَيِّبَةٗ﴾ [النور: ٦١]

‘[illegible], [illegible]’[51]

[illegible]:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٢٧﴾ [النور: ٢٧]

‘[illegible]! [illegible], [illegible]

[50] . [illegible], [illegible]-[illegible], [illegible]-[illegible]

[51] . [illegible], [illegible]

সালাম কর। ওটা তোমাদের জন্য উত্তম। যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।[52]

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٖ فَحَيُّواْ بِأَحۡسَنَ مِنۡهَآ أَوۡ رُدُّوهَآۗ ﴾ [النساء: ٨٦]

'যখন তোমরা সালাম কর উত্তম পন্থায় সালাম কর। অথবা সালাম দাতার কথাগুলোই উত্তরে বলে দিবে।[53]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আনয়ন করবে। আর তোমরা ঈমানদার হিসাবে গণ্য হবে না যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন উপায় নির্দেশ করব না যা অবলম্বন করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে? তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে।[54]

উপরোক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মানুষের জন্য সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করতে হলে পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে হবে। আর পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়ার জন্য প্রয়োজন মুসলিমদের একে অপরকে ভালবাসা এবং পরস্পরকে ভালবাসার মাধ্যম হচ্ছে সালাম। পারস্পরিক সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে একে অপরের সাথে ভালবাসা সৃষ্টি

---

52. সূরা আন নূর, ২৭

53. সূরা আন নিসা, ৮৬

54. মুসলিম, হাদীস নং-৪৬৩১

হয়। আর এ ভালবাসার মাধ্যমে মু’মিন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।
হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে, বারা ইবনু আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন সাতটি কাজের। (১) রোগীর খোঁজ-খবর নেয়া (২) জানাযার সঙ্গে গমন করা (৩) হাঁচিদাতার জন্য দো‘আ করা (৪) দুর্বলকে সাহায্য করা (৫) মাযলূমের সাহায্য করা
(৬) সালামের উত্তর দেয়া (৭) কসমকারীর কসম পূর্ণ করা।

55

৩২. অত্যাচার না করা: যুলুম-অত্যাচার ইসলামের একটি জঘন্য অপরাধ, যাকে সবাই ঘৃণা করে। এর কারণে পার্থিব জীবনে মানুষ হবে লাঞ্ছিত এবং পরকালে ভোগ করতে হবে কঠিন শাস্তি। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ‘যালিমদের জন্য পরকালে কোন দরদী বন্ধু থাকবে না এবং তাদের জন্য কোন সুপারিশকারীও হবে না যার কথা মান্য করা হবে’।

56

অন্যত্র তিনি আরো বলেন ‘যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না’।

57

আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ‘তোমরা বলতে পার সবচেয়ে নিঃস্ব কে? ছাহাবীগণ বললেন: আমাদের মাঝে সবচেয়ে দরিদ্র সেই যার কোন অর্থ নেই।

55

. বুখারী, হাদীস নং-৫৭৫৪
56

. সূরা আল মুমিন ১৮
57

. সূরা আল হজ্জ ৭১

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমার উম্মতে সবচেয়ে গরীব এমন ব্যক্তি যে সালাত, সিয়াম ও যাকাতের নেকী নিয়ে ক্বিয়ামতের মাঠে উপস্থিত হবে। অপরদিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ করা, অপবাদ দেয়া ও গালি দেয়ার অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হবে। তখন তার নেকী হতে তাদেরকে পরিশোধ করা হবে। তার নেকী শেষ হয়ে গেলে তাদের পাপ নিয়ে তার উপর চাপানো হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে’।

58

অত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অত্যাচারে হক নষ্ট করা হয়, যা পাপের অন্তর্ভুক্ত। এটার দায় ক্বিয়ামতের দিন পরিশোধ করতে হবে। আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ‘আল্লাহ তা‘আলা অত্যাচারীকে এক নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন। অবশেষে তাকে যখন পাকড়াও করেন,তখন তাকে আর ছাড়েন না। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেন ‘তোমার প্রতিপালকের ধরা এইরূপ যে যখন তিনি অত্যাচারী জনপদকে পাকড়াও করেন, তাঁর ধরা বড় কঠিন’।

59

৩৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা: আত্মীয়তার সম্পর্ক ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে বিষয়ে সতর্ক-সাবধান থাকা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য

58

. মুসলিম,, হাদীস নং-৪৬৭৮
59

. বুখারী, হাদীস নং-৪৩১৮

অবশ্য কর্তব্য। কেননা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী জান্নাতে যাবে এবং সম্পর্ক ছিন্নকারী জাহান্নামী হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন। পক্ষান্তরে আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করলে তাদের প্রাপ্য হক বিনষ্ট হয়। আল্লাহ এ হক রক্ষা করতে বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا ٢٦﴾ [الاسراء: ٢٦]

‘আত্মীয় -স্বজনের প্রাপ্য হক তাদের দিয়ে দাও এবং অভাবগ্রস্ত মুসাফিরকেও’।[60]

আল্লাহ তা ‘আলা অত্র আয়াতে আত্মীয় -স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও মিসকীনদের হক আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে নিঃস্বার্থভাবে। হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘সেই ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয় যে, বিনিময়ের স্বার্থে তা রক্ষা করে। বরং সে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী যার সাথে তা ছিন্ন করার পর পুনঃস্থাপন করে’।[61]

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন কিছু পাওয়ার স্বার্থে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয়। বরং

---

[60]. সূরা বানী ইসরাঈল ২৬

[61]. বুখারী, হাদীস নং -৫৫৩২

[illegible]:

وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١ [النساء: ١]

‘[illegible]’[62]

[illegible]:

وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا ٣٦ [النساء: ٣٦]

‘[illegible]

---

62 . [illegible]

আল্লাহ দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না’।

63

এ আয়াতে নিজের হকের সাথে পিতা-মাতার হকের কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর নিকটাত্মীয়দের হকের কথা উল্লেখ করেছেন। তাই ইসলামে এ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। (১) পিতা-মাতা (২) নিকটাত্মীয় (৩) ইয়াতীম (৪) মিসকীন (৫) প্রতিবেশী (৬) নিকট প্রতিবেশী,(৭) অসহায় মুসাফির (৮) সফরসাথী (৯) দাস-দাসীর সাথে সদয় আচরণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে এসব বিষয়ের প্রতি মানুষ কোন ভ্রুক্ষেপ করে না। বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবার প্রতি মানুষ কোন লক্ষ্য করে না। পক্ষান্তরে শ্বশুর-শাশুড়ীর জন্য সবাই নিজেকে উজাড় করে দেয়। নিজের ভাই-বোনের প্রতি খেয়াল করে না অথচ শ্যালক-শ্যালিকার জন্য হাত খুলে খরচ করে। নিকটাত্মীয়দের প্রতি কর্তব্য পালনে থাকে উদাসীন, তাদের প্রতি অবহেলা, অবজ্ঞা প্রকাশ করে, অথচ বন্ধু-বান্ধবের জন্য উদার হস্তে খরচ করে। এসব উল্টা কাজ থেকে বিরত হয়ে প্রত্যেকের হক যথাযথভাবে আদায় করা উচিত।
এ হাদীসে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যকারী নিযুক্তি ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে অসদাচরণকারীর পরিণতি সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা পেশ করা

63

. আন সূরা নিসা: ৩৬

হয়েছে। তাই আমাদের সকলের এ ব্যাপারে সতর্ক-সাবধান হওয়া জরূরী।
হাদীসে এসেছে, আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘বিদ্রোহকারী ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার মত কোন পাপই এত জঘন্য নয় যে, পাপীকে আল্লাহ তা‘আলা খুব শীঘ্রই এই পৃথিবীতে তার শাস্তি দেন এবং আখিরাতেও তার জন্য শাস্তি জমা করে রাখেন’।

64

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর দুনিয়াতেও শাস্তি হবে এবং পরকালেও তার জন্য শাস্তি নির্ধারিত থাকবে।হাদীসে এসেছে, আবু আইউব আনছারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত এক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে এমন একটি আমল শিক্ষা দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। উপস্থিত লোকজন বলল: তার কি হয়েছে? তার কি হয়েছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, সালাত আদায় করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে’।

65

64

. আবুদাউদ, হাদীস নং-৪২৫৬
65

. বুখারী, হাদীস নং-৫৯৮৩

ইবনু শিহাব হতে বর্ণিত মুহাম্মাদ ইবনু জুবাইর ইবনু মতঈম বলেন যে, জুবায়র ইবনু মুতঈম খবর দিয়েছেন যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন ‘আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না’।

66

উল্লেখিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, যা পালন করলে সে জান্নাতে যেতে পারবে। বিষয়গুলি হচ্ছে-
(১) আল্লাহর ইবাদত করা (২)তাঁর সাথে শির্ক না করা (৩) ছালাত আদায় করা (৪) যাকাত আদায় করা (৫) আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। এ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ইবাদতের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার কথা বলেছেন: যা পালন করলে মানুষ সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। উপরোল্লেখিত হাদীসে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় পুরুষের দায়িত্বই বেশী। কেননা তারা অর্থ উপার্জন করে এবং সম্পদের রক্ষক হয়। প্রত্যেককে তার যথাযথ প্রাপ্য প্রদান করলে এবং সবার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চললে এ সম্পর্ক আজীবন অটুট থাকে। আর এ কাজ মূলতঃ পুরুষের। তাই এক্ষেত্রে তাদেরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

66

. বুখারী, হাদীস নং-৫৯৮৪

[illegible]

وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـًٔاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا ٣٦
[النساء: ٣٦]

[illegible][67]

[illegible]

---

67 [illegible]

[illegible]:

﴿ وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ وَهۡنًا عَلَىٰ وَهۡنٖ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ ١٤ ﴾ [لقمان: ١٤]

‘[illegible]’[68]

[illegible]:

﴿ ۞وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣ وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤ ﴾ [الإسراء: ٢٣، ٢٤]

‘[illegible]

68 . [illegible]

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে ‘উহ’ শব্দটিও বলবে না এবং তাদেরকে ধমক দিও না ও তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বল। তাদের সাথে নম্রভাবে করুণার ডানা অবনত করে দাও এবং বল হে আমার পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর যেমন শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছে’।

69

অত্র আয়াতে আল্লাহ তাঁর ইবাদতের পরেই পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। (১) কারো কোন কাজের জন্য তার পিতামাত কষ্ট না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। (২) তাদের কোন কাজের জন্য তাদেরকে ধমক বা কষ্ট দেয়া যাবে না। তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে। তাদের সাথে সদা নম্র-ভদ্র ব্যবহার করতে হবে।
(৩) বৃদ্ধাবস্থায় তাদের প্রতি দয়ার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। (৪) তাদের মৃত্যুর পরে তাদের জন্য দো‘আ করতে হবে। এ আয়াত ব্যতীত আরো অনেক আয়াতে আল্লাহ এভাবে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা নির্দেশ দিয়েছেন।
পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল কি?

69

. সুরা বানী ইসরাঈল, ২৩-২৪
44

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ‘সময়মত ছালাত আদায় করা। আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তারপর হচ্ছে পিতা-মাতার অনুগত হওয়া। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম,এরপর কি? তিনি বললেন: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা’।

70

এ হাদীসে আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় আমল সময়মত সালাত আদায়ের পরই পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের কথা বলা হয়েছে। এমনকি এতে জিহাদের উপরেও পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, পিতা-মাতার মধ্যে মায়ের মর্যাদা পিতার চেয়ে তিনগুণ বেশী বলে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে।
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক সৌজন্যমূলক আচরণ পাওয়ার অধিকারী কে? উত্তরে তিনি বললেন: তোমার মা। সে আবার জিজ্ঞেস করল তারপর কে? তিনি বললেন: তোমার মা। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন: তোমার মা। সে আবার জিজ্ঞেস করল তারপর কে? তিনি বললেন: তোমার পিতা’।

71

70

. মুসলিম, হাদীস নং-৫৬৮
71

. মুসলিম, হাদীস নং-৪৯১১

এ হাদীসে প্রথমে তিনবার মায়ের কথা বলে চর্তুবার পিতার কথা বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, মায়ের মর্যাদা সর্বোচ্চে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘তার নাক ধূলায় মলিন হোক (একথা তিনি তিন বার বললেন)। বলা হল, সে ব্যক্তি কে? তিনি বললেন: যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অথবা দু’জনের একজনকে পেল (অথচ তাদের সেবা করল না) সে জান্নাত লাভ করতে পারল না’।

72

আমর ইবনু আছ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: বড় গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরীক করা। পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, মানুষকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম করা’।

73

ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন শ্রেণীর মানুষের প্রতি দয়ার দৃষ্টি দিবেন না। (১) পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি (২) নিয়মিত নেশাদার দ্রব্য পানকারী (৩) দান করার পর খোটা দানকারী। তিনি আবার বলেন: তিন শ্রেণীর মানুষ জান্নাতে যাবে না। পিতা-মাতার অবাধ্য

72

. মুসলিম, হাদীস নং-৪৯১২
73

. আত-তারগীব, হাদীস নং-৩৫৬৮

ব্যক্তি, দায়ূছ ব্যক্তি, পুরুষের বেশধারী নারী’।

74

আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তিন শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যাদের ফরয ও নফল ইবাদত আল্লাহ কবুল করবেন না।
(১) পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি, (২)খোটা দানকারী (৩) ভাগ্যকে অস্বীকারকারী’।

75

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘পিতা-মাতার অনুগত হলে বয়স বৃদ্ধি পায়। মিথ্যা কথা রুযী কমিয়ে দেয়। দো‘আ নির্ধারিত ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটায়’।

76

ইবনু আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর স্ত্রীর (সারার) মাঝে যা হবার হয়ে গেল, তখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম শিশুপুত্র ইসমাঈল এবং তার মাকে নিয়ে বের হলেন। তাদের সঙ্গে একটি থলে ছিল, যাতে পানি ছিল। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর মা মশক হতে পানি করতেন। ফলে শিশুর জন্য তার স্তন দুধ বাড়তে থাকে। অবশেষে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মক্কায় পৌঁছে হাজেরাকে একটি বিরাট গাছের নিচে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। অতঃপর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম স্বীয় পরিবারের (সারার) নিকট ফিরে চললেন। তখন ইসমাঈল

74

. আত-তারগীব, হাদীস নং-৩৫৭০
75

. আত-তারগীব, হাদীস নং-৩৫৭৩
76

. আত-তারগীব হাদীস নং-৪২০৩

আলাইহিস সালাম-এর মা কিছু দূর পর্যন্ত তার অনুসরণ করলেন। অবশেষে যখন কাদা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন তিনি পিছন হতে ডেকে বললেন: হে ইবরাহীম! আপনি আমাদেরকে কার নিকট রেখে যাচ্ছেন? ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন: আল্লাহর কাছে। হাজেরা আলাইহিস সালাম বললেন: আমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। রাবী বলেন:অতঃপর হাজেরা আলাইহিস সালাম ফিরে আসলেন, তিনি মশক হতে পানি পান করতেন। আর শিশুর জন্য দুধ বাড়ত। অবশেষে যখন পানি শেষ হয়ে গেল। তখন ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর মা বললেন: আমি যদি গিয়ে এদিকে সেদিকে তাকাতাম, তাহলে হয়তো কোন মানুষ দেখতে পেতাম। রাবী বলেন: অতঃপর ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর মা গেলেন এবং ছাফা পাহাড়ে উঠলেন। আর এদিকে ওদিকে তাকালেন এবং কাউকে দেখেন কিনা এজন্য বিশেষভাবে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু কাউকেও দেখতে পেলেন না। তখন দ্রুত বেগে মারওয়া পাহাড়ে এসে গেলেন এবং এভাবে কয়েক চক্কর দিলেন। পুনরায় তিনি বললেন: যদি গিয়ে দেখতাম যে, শিশুটি কি করছে? অতঃপর তিনি গেলেন এবং দেখতে পেলেন যে, সে তার অবস্থায়ই আছে। সে যেন মরণাপন্ন হয়ে গেছে। এতে তার মন স্বস্তি পাচ্ছিল না। তখন তিনি বললেন: যদি সেখানে যেতাম এবং এদিকে সেদিকে তাকিয়ে দেখতাম, সম্ভবত কাউকে দেখতে পেতাম। অতঃপর তিনি গেলেন, ছাফা পাহাড়ের উপর উঠলেন এবং এদিক সেদিক দেখলেন এবং গভীর ভাবে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। এমনকি

তিনি সাতটি চক্কর পূর্ণ করলেন। তখন তিনি বললেন: যদি যেতাম তখন দেখতাম যে, সে কি করছে? হঠাৎ তিনি একটি শব্দ শুনতে পেলেন। অতঃপর তিনি মনে মনে বললেন: যদি আপনার কোন সাহায্য করার থাকে, তবে আমাকে সাহায্য করুন। হঠাৎ তিনি জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-কে দেখতে পেলেন। রাবী বলেন: তখন তিনি (জিবরাঈল) তার পায়ের গোড়ালী দ্বারা এরূপ করলেন। হঠাৎ গোড়ালী দ্বারা যমীনের উপর আঘাত করলেন। রাবী বলেন: তখনি পানি বেরিয়ে আসল। এ দেখে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর মা অস্থির হয়ে গেলেন এবং গর্ত খুঁড়তে লাগলেন। রাবী বলেন: এ প্রসঙ্গে আবুল কাসেম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: হাজেরা আলাইহিস সালাম যদি একে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দিতেন, তাহলে পানি বিসৃতত হয়ে যেত। রাবী বলেন: তখন হাজেরা আলাইহিস সালাম পানি পান করতে লাগলেন এবং তার সন্তানের জন্য তার দুধ বাড়তে থাকে। রাবী বলেন: অতঃপর জুরহুম গোত্রের এক দল লোক উপত্যকার নিচু ভূমি দিয়ে অতিক্রম করছিল। হঠাৎ তারা দেখল কিছু পাখি উড়ছে। তারা যেন তা বিশ্বাসই করতে পারছিল না। আর তারা বলতে লাগল, এসব পাখিতো পানি ব্যতীত কোথাও থাকতে পারে না। তখন তারা সেখানে তাদের একজন পাঠাল। সে খোনে গিয়ে দেখল, সেখানে পানি মওজুদ আছে। তখন সে তার দলের লোকদের নিকট ফিরে আসল এবং তাদেরকে সংবাদ দিল। অতঃপর তারা হাজেরা আলাইহিস সালাম-এর নিকট এসে বলল: হে ইসমাঈলের মা! আপনি কি

আমাদেরকে আপনার নিকট থাকা অথবা (রাবী বলেছেন:) আপনার নিকট বসবাস করার অনুমতি দিবেন? হাজেরা আলাইহিস সালাম তাদেরকে বসবাসের অনুমতি দিলেন এবং এভাবে অনেক দিন কেটে গেল। অতঃপর তার ছেলে বয়ঃপ্রাপ্ত হল। তখন তিনি (ইসমাঈল) জুরহুম গোত্রেরই একটি মেয়েকে বিয়ে করলেন। রাবী বলেন: পুনরায় ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর মনে জাগল, তখন তিনি তার স্ত্রী (সারা)-কে বললেন: আমি আমার পরিত্যক্ত পরিজনের খবর নিতে চাই। রাবী বলেন: অতঃপর তিনি আসলেন এবং সালাম দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইসমাঈল কোথায়? ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর স্ত্রী বলল: তিনি শিকারে গেছেন। তিনি পুত্রবধূকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল: আমরা অতি দুরাবস্থায়, অতি টানাটানি ও খুব কষ্টে আছি। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন: সে যখন আসবে তখন তুমি তাকে আমার এ নির্দেশের কথা বলবে, তুমি তোমার ঘরের চৌকাঠ খানা বদলিয়ে ফেলবে। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম যখন আসলেন, তখন স্ত্রী তাকে খবরটি জানালেন। তিনি স্ত্রীকে বললেন: তুমি সেই চৌকাঠ। অতএব তুমি তোমার পিতার নিকট চলে যাও। রাবী বলেন: অতঃপর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর আবার মনে পড়ল। তখন তিনি স্ত্রী (সারা)-কে বললেন: আমি আমার নির্বাসিত পরিবারের খবর নিতে চাই। অতঃপর তিনি সেখানে আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ইসমাঈল কোথায়? ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর স্ত্রী বলল: তিনি

শিকারে গেছেন। পুত্রবধূ তাকে বললেন: আপনি কি আমাদের এখানে অবস্থান করবেন না? কিছু পানাহার করবেন না? তখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন: তোমাদের খাদ্য ও পানীয় কি? স্ত্রী বলল: আমাদের খাদ্য হল গোশত এবং পানীয় হল পানি। তখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দো‘আ করলেন, হে আল্লাহ! তাদের খাদ্য এবং পানীয় দ্রব্যের মধ্যে বরকত দিন। রাবী বলেন: আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর দো‘আর কারণেই বরকত রয়েছে। রাবী বলেন: আবার কিছু দিন পর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর মনে তাঁর নির্বাসিত পরিজনের কথা জাগল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী (সারা)- কে আমি আমার পরিত্যক্ত পরিজনের খবর নিতে চাই। অতঃপর তিনি এলন এবং ইসমাঈলের দেখা পেলেন, তিনি যমযম কূপের পিছনে বসে তার একটি তীর মেরামত করছেন। তখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ডেকে বললেন: হে ইসমাঈল! তোমার রব তাঁর জন্য এক খানা ঘর নির্মাণ করতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম আপনার রবের নির্দেশ পালন করুন। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন: তিনি আমাকে এও নির্দেশ দিয়েছেন যে, তুমি যেন আমাকে এ বিষয়ে সহায়তা কর। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম বললেন: তাহলে আমি তা করব অথবা তিনি অনুরূপ কিছু বলেছিলেন। অতঃপর উভয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ইমারত বানাতে লাগলেন। আর ইসমাঈল আলাইহিস সালাম তাঁকে পাথর এনে দিতে

[illegible][77]

[illegible]:

﴿وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤﴾ [ال عمران: ١٠٤]

‘[illegible]’[78]

[illegible]:

﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٧١﴾ [التوبة: ٧١]

77 . [illegible]

78 . [illegible]

“[illegible]’[illegible]”[79]

[illegible]:

﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ وَرِضۡوَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِ أَكۡبَرُۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ٧٢ ﴾ [التوبة: ٧٢]

“[illegible]’[illegible]”[80]

[illegible]:

﴿ يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ١٧ ﴾ [لقمان: ١٧]

‘[illegible]! [illegible], [illegible], [illegible]

---

79 [illegible]

80 [illegible]: [illegible]

ধারণ কর। এ কাজগুলি এমন যাতে খুব বেশী বেশী তাকীদ করা হয়েছে’।

81

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ‘সবচেয়ে উত্তম জিহাদ হচ্ছে যালিম শাসকের নিকটে হক কথার দাওয়াত দেয়া’।

82 জাবির রাদিয়াল্লাহু
আনহু বলেন: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘শহীদদের সর্দার হচ্ছেন হামযা ইবনু আবদুল মুত্তালিব এবং সেই ব্যক্তিও শহীদদে সর্দার যে অত্যাচারী নেতার নিকটে গেল এবং তাকে ভাল কাজের আদেশ করল এবং মন্দ কাজের নিষেধ করল। তখন সে তাকে হত্যা করল’।

83

এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অত্যাচারী শাসকের নিকট হকের দাওয়াত দেয়া খুবই কঠিন কাজ। এমন স্থানে দাওয়াত দেওয়ার পরিণতি জীবন বিসর্জনও হতে পারে। তবে তার বিনিময় হবে জান্নাত। আর তার মর্যাদা হবে শহীদদের মর্যাদার সমান। অত্যাচারী শাসকের ভয়ে দাওয়াতের কাজ থেমে থাকতে পারে না, স্তিমিত বা শিথিল হতে পারে না। বরং যালিমের মোকাবিলায় আল্লাহর উপরে ভরসা রেখে জোরে শোরে দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।
উসামা ইবনু যায়েদ বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

81

. সূরা লোকমান: ১৭
82

. তারগীব, হাদীস নং-৩২৯৯
83

. তিরমিযী, হাদীস নং-৩৩০২

বলেছেন: ক্বিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন আগুনে পুড়ে তার নাড়িভুড়ি বের হয়ে যাবে। এসময় সে ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা তার চাকা নিয়ে তার চার পার্শ্বে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে বলবে হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে ভালকাজের আদেশ করতে আর অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে ভালকাজের আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি তা করতাম না। আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতাম অথচ আমিই তা করতাম’।

84

আনাস ইবনু মালিক বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে রাতে আমাকে মি‘রাজে নিয়ে যাওয়া হল, সে রাতে কতগুলি লোককে দেখলাম, যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কেটে দেয়া হচ্ছে। আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন: এরা আপনার উম্মতের বক্তা, যারা মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করত, কিন্তু নিজেরা আমল করত না’।

85

জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ আযদী বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সে ব্যক্তির উদাহরণ যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণের দাওয়াত দেয়, নিজে আমল করে না। সে সেই মোমবাতির মত, যে

84

. বুখারী, হাদীস নং-৫১৩৯
85

. তারগীব, হাদীস নং-৩৩২৮

মোমবাতির মত। যে মোমবাতি মানুষকে আলো দেয় এবং নিজেকে জ্বালিয়ে দেয়’।

86

ইমরান ইবনু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘আমার অবর্তমানে তোমাদের উপর যেটা সবচেয়ে বেশী ভয় করি তারা হচ্ছে সেই সব লোক যারা মুখে জ্ঞানী, মুনাফেক’।

87

কাজেই যারা মুখে ধর্মের কথা বলে, নিজে আমল করে না। এদের বিষয়টি সবচেয়ে ভয়াবহ। এরা মুখে জ্ঞানী, কর্মে মুনাফিক।
আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘তোমাদের কোন ব্যক্তি অন্যের চোখে ক্ষুদ্র-কুটা দেখতে পায়, কিন্তু নিজের চোখে গাছের শিকড়, বড় কাঠ খন্ড দেখতে পায় না।

88

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ অপরের ক্ষুদ্র দোষ দেখতে পায় কিন্তু নিজের বড় দোষ দেখতে পায় না। ভাল কাজের আদেশ দেয়া আর নিজের বড় দোষ দেখতে পায় না। ভাল কাজের আদেশ দেয়া আর নিজে না করা সবচেয়ে বড় দোষ।
৩৭. মেহমানের সমাদর করা: অতিথি নিকটাত্মীয় হোক কিংবা দূর সম্পর্কের আত্মীয় হোক তাদের মর্যাদানুসারে সাধ্যমত আদর-যতড়ব করা এবং যথাসাধ্য আপ্যায়ন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য একান্ত কর্তব্য।

86

. তাবারানী, তারগীব, হাদীস নং-৩৩৩১
87

. তাবারানী, তারগীব, হাদীস নং-৩৩৩২
88

. তাবারানী, তারগীব, হাদীস নং-৩৩৩৬

[illegible]

[illegible]:

﴿ هَلۡ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيۡفِ إِبۡرَٰهِيمَ ٱلۡمُكۡرَمِينَ ٢٤ إِذۡ دَخَلُواْ عَلَيۡهِ فَقَالُواْ سَلَٰمٗاۖ قَالَ سَلَٰمٞ قَوۡمٞ مُّنكَرُونَ ٢٥ فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجۡلٖ سَمِينٖ ٢٦ فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيۡهِمۡ قَالَ أَلَا تَأۡكُلُونَ ٢٧ ﴾ [الذاريات: ٢٤، ٢٧]

‘[illegible]’?[89]

[illegible]

[89] [illegible]

রূপ ধারণ করে এসেছিলেন। তারা ছিলেন অপরিচিত। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাদের জন্য দ্রুত খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক মুসলিমের জন্য যত দ্রুত সম্ভব অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা জরূরী। মেহমানদের সমাদর করার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতীব গুরুত্বারোপ করেছেন। হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই তার মেহমানের সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে নতুবা চুপ থাকে। অন্য বর্ণনায় প্রতিবেশীর স্থলে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন আত্মীয়ের সম্পর্ক বজায় রাখে’।

90

এ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু’মিনের চারটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা: (১) অতিথির সম্মান করা (২) প্রতিবেশীকে কোনভাবে কষ্ট না দেয়া (৩) সর্বদা ভাল কথা বলা। তা সম্ভব না হলে চুপ করে থাকা (৪) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। প্রত্যেক মু’মিনের

90

. বুখারী, হাদীস নং-৪০৫৯

উচিত এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করা। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল: আমি ক্ষুধার্ত। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে খাবারের খোঁজে লোক পাঠালে তিনি বললেন: যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আমার নিকট পানি ছাড়া কিছুই নেই। তারপর তিনি অন্য এক স্ত্রীর নিকট লোক পাঠালে তিনিও একই কথা বললেন। এভাবে তারা সকলেই একই কথা বললেন। তখন রাসূল বললেন: আজ রাতে কে লোকটির মেহমানদারী করবে? আল্লাহ তার উপর রহম করুন।এসময়ে জনৈক আনছার ব্যক্তি উঠে বলল: হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি। এরপর লোকটিকে নিয়ে আনছারী নিজ গৃহে গেলেন। তারপর স্ত্রীকে বললেন: তোমার কাছে কি কিছু আছে? সে বলল: না। শুধু বাচ্চাদের জন্য সামান্য কিছু খাবার আছে। তিনি বললেন: তুমি তাদেরকে কিছু দিয়ে ভুলিয়ে রাখ। আর যখন মেহমান প্রবেশ করবে,তখন আলোটা নিভিয়ে দিবে। তুমি তাকে দেখাবে যে আমরাও খাচ্ছি। সে যখন খাওয়া শুরু করবে, তখন আলোর নিকট গিয়ে তা নিভিয়ে দিবে। বর্ণনাকারী বলেন: এরপর তারা বসে রইল। আর মেহমান খেতে লাগল। সকালে আনছার লোকটি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আজ রাতে মেহমানের সাথে তোমরা দু’জনে যে আচরণ করেছে, তাতে আল্লাহ তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন।

91

অন্য আরেক বর্ণনায় আছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: জনৈক আনছার ব্যক্তির গৃহে এক মেহমান রাত যাপন করলেন। উক্ত আনছারের নিকট বাচ্চাদের জন্য সামান্য খাবার ছাড়া কিছু ছিল না। তিনি তার স্ত্রীকে বললেন: বাচ্চাদের ঘুমিয়ে দাও এবং আলোটা নিভিয়ে দাও। আর তোমার কাছে যা আছে তাই মেহমানের জন্য উপস্থিত কর।
বর্ণনাকারী বলেন: অতঃপর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়- ‘তারা নিজেদের উপরে অন্যকে প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের অভাব থাকে’।
92

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলের স্ত্রীদের নিকটে কখনো কখনো পানি ব্যতীত কিছু থাকতো না। তবু অভাবের তাড়নায় কখনো তারা রাসূলকে ছেড়ে যাননি। অপরদিকে আনছার লোকটিও ছিল হতদরিদ্র। যার ঘরে বাচ্চাদের জন্য সামান্য খাবার ছাড়া কিছু ছিল না। তবু তারা নিজেরা না খেয়ে এবং বাচ্চাদের অভুক্ত রেখে মেহমানের আপ্যায়ন করেছেন। কতটা আল্লাহভীরু হলে এরূপ করা সম্ভব! এজন্যই তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয়েছেন। আর তাদের সম্পর্কে কুরআনের

91

. মুসলিম, হাদীস নং-৫১৮৬
92

. মুসলিম, হাদীস নং-৫১৮৭

আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের মত অতিথিপরায়ণ মানুষের বর্তমানে খুব অভাব। ঐ ছাহাবীদের মত মানুষ বর্তমানে থাকলে এ সমাজও সোনার সমাজে পরিণত হত। আব্দুর রহমান ইবনু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আছহাবে ছুফ্ফার লোকজন ছিল দরিদ্র। তাই একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: যার নিকট দু’জনের খাবার আছে সে যেন তৃতীয়জনকে নিয়ে যায়। আর যার নিকট চারজনে খাবার আছে, সে যেন পঞ্চম অথবা ষষ্ঠজনকে নিয়ে যায়। রাবী বলেন: আবু বকর তিনজনকে নিয়ে আসলেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশজনকে নিয়ে গেলেন। আমাদের পরিবারে আমরা ছিলাম তিনজন। আমি, আমার পিতা ও মাতা। বর্ণনাকারী বলেন: আমি জানি না তিনি বলেছেন কি-না আমার স্ত্রী এবং আমার বাড়ীতে আবু বকরের খাদেম। রাবী বলেন:আবু বকর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গৃহে রাতের খাবার খেলেন। এরপর তিনি অপেক্ষা করলেন। অবশেষে এশার সালাত আদায় করা হল। সালাত শেষে প্রত্যাবর্তন করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী রাত্রির কিয়দাংশ অতিবাহিত হলে তিনি গৃহে ফিরে আসলেন। তার স্ত্রী তাকে বললেন: মেহমান রেখে দেরী করে ফিরলে কেন? তিনি বললেন: কেন, তুমি কি তাদের রাতের খাবার খাওয়াওনি?

তার স্ত্রী বললেন: তুমি না আসা পর্যন্ত তারা আহার করতে অস্বীকার করেছে। কয়েকবারই খাবার পেশ করা হয়েছে। কিন্তু মেহমানরা তাদের কথা পরিবর্তন করেনি। আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি লুকিয়ে রইলাম। তিনি বলেন: হে নির্বোধ! তারপর তিনি আমাকে বকাবকি করলেন। আর মেহমানদের বললেন: ভাল হল না, আপনারা খাবার খেয়ে নিন। তিনি আরো বললেন: আল্লাহর কসম! আমি আহার করব না (কারণ খাবার ছিল কম)। আব্দুর রহমান বলেন: আল্লাহর শপথ! আমরা যে লোকমাই গ্রহণ করছিলাম। তার চেয়ে অধিক পরিমাণে বেড়ে যেত। এমনকি আমরা পরিতৃপ্ত হয়েও আমাদের খাদ্য পূর্বে যা ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী হয়ে গেল। আবু বকর খাবারের প্রতি লক্ষ্য করলেন, তা যেমন ছিল তেমনি আছে বা তার চেয়েও অধিক হয়েছে। তিনি তার স্ত্রীকে বললেন: হে বনি ফিরাসের বোন! এ কি ব্যাপার? তিনি বললেন: কিছু না, আমার চোখের প্রশান্তি। এগুলি যা ছিল, তার চেয়ে তিনগুণ বেড়ে গেছে। আব্দুর রহমান বলেন: এরপর আবু বকর কিছু খেলেন এবং বললেন: কসমটা ছিল শয়তানের। অতঃপর তিনি আরো এক লোকমা খেলেন। তারপর সেগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নিয়ে গেলেন। আব্দুর রহমান বলেন: আমিও তার কাছে সকাল পর্যন্ত থাকলাম। তিনি বলেন: আমাদের ও কোন এক সম্প্রদায়ের মাঝে একটি চুক্তি ছিল। চুক্তি শেষ হয়ে গেলে আমরা বারজন লোক নিযুক্ত করলাম। প্রত্যেক লোকের সাথে

অনেক লোক ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন প্রত্যেক লোকের সাথে কত লোক ছিল।তাদের প্রত্যেকের নিকট এ খাবার পাঠান হল। তারা সকলেই সে খাবার খেল।

93

জাবের ইবনু আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন: পরিখা খননের সময় আমি রাসূলের শরীরে ক্ষুধার লক্ষণ দেখতে পেলাম। তারপর আমার স্ত্রীর নিকট ফিরে এসে তাকে বললাম, তোমার নিকট কিছু আছে কি? কেননা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখেছি। সে একটি চামড়ার থলে বের করল, যাতে এক ছা‘ পরিমাণ যব ছিল।আর আমাদের গৃহপালিত একটি মেষ (ভেড়ার বাচ্চা) ছিল। আমি সেটা যবেহ করলাম এবং আমার স্ত্রী যবগুলো পিষে নিল। আমার কাজ সমাধার সাথে সাথে সেও তার কাজ শেষ করল। আমি রান্নার জন্য গোশত কেটে ডেকচিতে রাখলাম। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ফিরে এলাম। যাওয়ার সময় স্ত্রী আমাকে বলল: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদের দ্বারা তুমি আমাকে লজ্জিত কর না। অতঃপর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে চুপে চুপে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা একটি মেষ যবেহ করেছি এবং আমার স্ত্রী আমাদের এক ছা‘ (প্রায় আড়াই কেজি) পরিমাণ যব ছিল, তাই পিষে

93
. মুসলিম, হাদীস নং-৫১৯২

নিয়েছে। কাজেই আপনি কয়েক জনকে সঙ্গে নিয়ে আসুন। এটা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চকণ্ঠে বললেন: ওহে খন্দকবাসি! জাবের তোমাদের জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত করেছে,তোমরা সকলে চল। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন: আমি না আসা পর্যন্ত তোমাদের ডেক চুলা থেকে নামাবে না এবং খামীর দিয়ে রুটি বানাবে না। আমি আসলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের আগে আগে আসলেন। আমি আমার স্ত্রীর কাছে এলে সে আমাকে বলল: তোমার সর্বনাশ হোক! তোমার সর্বনাশ হোক! আমি বললাম, আমি তাই করেছি, তুমি যা আমাকে বলেছিলে। অতঃপর সে খামীরগুলি বের করল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে একটু লালা (থু) লাগিয়ে দিলেন এবং বরকতের দো‘আ করলেন। অতঃপর তিনি ডেকের কাছে গিয়ে তাতেও একটু লালা দিলেন এবং বরকতের দো‘আ করলেন। তারপর তিনি বললেন: রুটি প্রস্তুতকারিণীকে ডাক, তোমার সাথে রুটি প্রস্তুত করবে। আর তুমি ডেক থেকে পেয়ালা ভরে ভরে নিবে। আর ডেক চুলা থেকে নামাবে না। তারা ছিলেন এক হাজার লোক। আল্লাহর নামের কসম! তারা সকলেই আহার করলেন। অবশেষে তারা তা ছেড়ে এমন অবস্থায় ফিরে গেলেন যে, আমাদের ডেগ পূর্বের মত উথলাচ্ছিল। আর আমাদের খামীর হতে আগের মত রুটি বানানো হচ্ছিল’।

94

94

. মুসলিম, হাদীস নং-৫১৪২

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু উম্মু সুলাইমকে বললেন: আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুর্বল কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলাম, তিনি ক্ষুধার্ত। তোমার নিকট কি কিছু আছে? তখন উম্মু সুলাইম কয়েকটি যবের রুটি বের করলেন।তারপর তার ওড়না বের করে এর একাংশ দ্বারা রুটিগুলো পেচিয়ে আমার কাপড়ের মধ্যে গুজে দিলেন এবং অন্য অংশ আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পাঠালেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি এগুলো নিয়ে গেলাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মসজিদে পেলাম। তাঁর সঙ্গে অনেক লোক। আমি তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আবু তালহা তোমাকে পাঠিয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন: খাওয়ার জন্য? আমি বললাম, হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথীদেরকে বললেন: ওঠ। তারপর তিনি চললেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:আমিও তাদের আগে আগে চলতে লাগলাম। অবশেষে আবু তালহার কাছে এসে পৌঁছলাম। আবু তালহা বললেন: হে উম্মু সুলাইম! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো অনেক লোক নিয়ে এসেছেন। অথচ আমাদের কাছে এ পরিমাণ খাবার নেই, যা তাদের খাওয়াব। উম্মু সুলাইম বললেন: আল্লাহ ও

তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: তারপর আবু তালহা গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তারপর আবু তালহা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু সুলাইমকে ডেকে বললেন: তোমার কাছে যা আছে তা নিয়ে আস। উম্মু সুলাইম ঐ রুটি নিয়ে আসলেন।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করলে তা টুকরা টুকরা করা হল। উম্মু সুলাইম (ঘি বা মধুর) পাত্র নিংড়িয়ে ব্যাঞ্জন বানালেন (এক ধরনের খাবার)। মাশাআল্লাহ তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে (কিছু বরকতের দো‘আ) যা পড়ার তা পড়লেন। এরপর বললেন: দশজনকে আসতে অনুমতি দাও। তাদের আসতে বলা হলে তারা তৃপ্তিসহ আহার করে বেরিয়ে গেলেন। আবার বললেন: দশজনকে আসতে অনুমতি দাও। তাদের অনুমতি দেয়া হলে তারা আহার করে তৃপ্ত হয়ে চলে গেলেন। এভাবে দলের যারা ছিলেন সবাই দশ দশজন করে আসলেন এবং খেয়ে তৃপ্ত হলেন। তারা মোট আশিজন ছিলেন।

95

উপরোল্লেখিত হাদীস সমূহ দ্বারা বুঝা যায় মেহমানদারীতে পুরুষের ভূমিকা অধিক। সেই সাথে নারীর সহযোগিতাও একান্ত যরূরী। আর মেহমানদারীতে রয়েছে ঈমানের পূর্ণতা, আয়ুবৃদ্ধি ও রুযিতে বরকত।

95

. মুসলিম, হাদীস নং-৫১৪২

এছাড়া অনাহারীকে খাদ্য খাওয়ানোর মাধ্যমে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করা যাবে। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীসটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি পীড়িত ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে আসনি। তখন মানুষ বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি কিভাবে তোমাকে দেখতে আসব, অথচ তুমি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে,আমার বান্দা অমুক অসুস্থ হয়েছিল? তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে নিশ্চয়ই আমাকে তার নিকট পেতে। আল্লাহ আবার বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট খানা চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খানা দাওনি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমাকে কিভাবে খাদ্য দিতাম? অথচ তুমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার বান্দা অমুক তোমার নিকট খানা চেয়েছিল। তুমি তাকে খানা দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে খানা দিতে নিশ্চয়ই তার নিকটে আমাকে পেতে। আল্লাহ আবার বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট পানি চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। মানুষ বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমাকে কিভাবে পানি পান করাতাম?

অথচ তুমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিল, তুমি তাকে পানি পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে পানি পান করাতে তাহলে তুমি তা আমার নিকট পেতে।

96

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পার্থিব জগতের কোন কাজই অনর্থক নয়। তা যতই ক্ষুদ্র বা নগণ্য হোক না কেন। অতি সামান্য কাজের বিনিময়ও ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে পাওয়া যাবে। তাছাড়া দুনিয়াতে ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত মানুষকে পানাহার করানো আমাদের অবশ্য করণীয়। তেমনি পীড়িত ব্যক্তির সেবা- শুশ্রূষা করা ও তাকে দেখতে যাওয়া প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য করণীয়। এর বিনিময় পরকালে আল্লাহ দান করবেন।

এখানে একজন প্রকৃত ও পরিপূর্ণ মু’মিন এবং যিনি দাওয়াতের কাজ ব্রতী হবেন তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সুতরাং প্রতিটি মু’মিনের উচিত এ সকল গুণাবলী অর্জন করে সে অনুযায়ী নিজের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন এমনকি রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়নের আপ্রাণ চেষ্টা করা। তাহলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এমনকি রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করবে ইনশাআল্লাহ্।

96

. মুসলিম, হাদীস নং-১৪৪২